মিশ্রবৃত্ত রীতির বৈশিষ্ট্য

সূচনা: বাংলা ছন্দের যে রীতিতে শব্দে মুক্তদলের অবস্থিতিতে রুদ্ধদল মাত্রার প্রতি সম্পর্ক মিশ্রপ্রকৃতির, অর্থাৎ মুক্তদল এবং শব্দ প্রারম্ভিক ও শব্দ মধ্যস্থ রুদ্ধদল এক মাত্রার হয় এবং এ শব্দ প্রান্তিক রুদ্ধদল দু মাত্রার ওজন পায়, আর পূর্ণ-যতিতে বা যতির পরের দ্বিমাত্রিক অবস্থিত হয়; তাকে বলে মিশ্রবৃত্ত।

নামকরণ: রবীন্দ্রনাথ এই রীতিকে বলেছেন 'সাধুছন্দ'; কখনো 'পয়ার জাতীয়'। দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন 'মিশ্রিত ছন্দ'; সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিধর্মী নামকরণ 'আদ্যা'। পরের দিকে প্রবোধচন্দ্র সেন এর নতুন নামকরণ করেন 'মিশ্রকলা-মাত্রিক' বা 'মিশ্রবৃত্ত'

বৈশিষ্ট্য:

① এই রীতির ছন্দে দলের মাত্রার প্রতি সম্পর্ক মিশ্রপ্রকৃতির। রুদ্ধ দলের মাত্রানির্ধারণগত বৈচিত্র্যই দলবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত থেকে আলাদা করে দিয়েছে মিশ্রবৃত্তকে। মুক্তদল এখানে একমাত্রা কিন্তু রুদ্ধদল শব্দের প্রথমেও মধ্যে থাকলে একমাত্রা, শেষে ও একক থাকলে দুমাত্রার মূল্যমান পায়।

যেমন,

সম্মানেরই / দিলে তুমি // সম্মানেরই / দিলে সব দিন I (৪+৪) (৪+৪+২)

② পূর্ণ যতি অবস্থানে দুই মাত্রার হয়। যেমন,

অদ্ভুত আঁধার এক // এসেছে এ / পৃথিবীতে / আজ I (৪+৪) (৪+৪+২)

③ মিশ্রবৃত্ত রীতিতে শব্দ দল যোগের আধিক্য বেশী। তবে দুটি বা তার মাত্রার পূর্ণশব্দ পাশাপাশি জুড়ে দিয়ে আটমাত্রার একটি সম্পূর্ণ পদ তৈরী করে। এর একটি পূর্ণশব্দ ও একটি অপূর্ণ শব্দ সংযুক্ত হয়ে যুক্তশব্দক অসম্পূর্ণ পদ গঠন করে। যেমন,

মানা দেখাতে হায় // ওরে মধুমাসে I (৪+৪) (৪+২)

যুক্তশব্দক পূর্ণপদ — যুক্তশব্দক অপূর্ণপদ।

④ এই রীতির অন্যতম গুণগত বৈশিষ্ট্য ধারণ শক্তি, স্থিতিস্থাপকতা, সংহত ভাবের ক্ষমতা। মিশ্রবৃত্ত রীতিতে শব্দ প্রারম্ভিক ও শব্দ মধ্যস্থ রুদ্ধদল একমাত্রার ওজন লাভ করে বলে সংহতি বা প্রসার তার ক্ষমতা দেখা যায়।

⑤ দলবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্তের মতো এই রীতিতে অতিপর্ব থাকেনা। থাকলেও তা ব্যতিক্রম হিসাবে ধরতে হবে।

⑥ বাংলা কবিতায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে মিশ্রবৃত্ত রীতি। মধ্যযুগে পাঁচালী গ্রন্থ, ছন্দশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ গ্রন্থ, ইত্যাদি আলোচনা মূলক রচনায় আশ্রয় ছিল এই রীতি।

⑦ অন্য দুই রীতির চেয়ে মিশ্রবৃত্তের মধ্যে দীর্ঘ চরণ প্রবৃত্তির প্রবণতা বেশী।

ব্যতিক্রমী নিয়ম:

⑧ মিশ্রবৃত্ত রীতিতে শব্দান্তিক রুদ্ধদল সাধারণত দু-মাত্রার হয়। কিন্তু কখনো কখনো এই রীতি লঙ্ঘিত হতে দেখা যায়। যেমন,

'অহংকার / কেটে গেলে // অহংকার / সার' I (৪+৪) (৪+২)

⑨ শব্দের প্রারম্ভিক রুদ্ধদল তার এক মাত্রিকতা ছাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত দুমাত্রা মূল্য পায়। যেমন,

শুকতারা / আজ তো গেলো / মন I (৪+৪+২)

Scanned with CamScanner

(১০) অন্য দুই রীতির মত মিশ্রবৃত্ত রীতিতেও আট মাত্রার বেশি মূলপর্ব হয়না।

(১১) অন্য দুই রীতির মত মিশ্রবৃত্ত রীতিতেও একপদী, দ্বিপদী (পয়ার/মহাপয়ার) ত্রিপদী, চৌপদী স্তবক দেখা যায়।

মিশ্রবৃত্ত পয়ার:

সুন্দরের / কোন মন্ত্রে // মেঘে মায়া / ঢালে । (৪+৪)(৪+২)
৮ // ৬ ।
ভরিল সন্ধ্যার খেয়া // সোনার খেয়ালে । (৪+৪) (৪+২)
৮ // ৬ ।

মিশ্রবৃত্ত মহাপয়ার:

সত্য মূল্য / না দিয়েই // সাহিত্যের / খ্যাতি করা / চুরি । (৪+৪) (৪+৪+২)
ভালো নয় / ভালো নয় // নকল সে / সৌখিন মজদুরি । (৪+৪) (৪+৪+২)
৮ // ১০ ।